সৃজনশীল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা।

কোভিড-১৯ মহামারীকালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল থিয়েটার হল, এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হল, স্টুডিও থিয়েটার হল, সেমিনারকক্ষ, মহড়াকক্ষ, জাতীয় চিত্রশালার মিলনায়াতন, গ্যালারি, প্লাজা এবং জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্রের মিলনায়তন, মহড়াকক্ষসমূহের ব্যবহার নির্দেশিকা।

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা প্রতিপালন করে সীমিত পরিসরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা, জাতীয় চিত্রশালা এবং জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্রের মিলনায়তন, সেমিনারকক্ষ, মহড়াকক্ষসমূহ বিদ্যমান নিয়মে বরাদ্দ প্রদান ও ব্যবহার সম্ভব নয় বিধায় কোভিড-১৯ মহামারীকালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সকল মিলনায়তন, মহড়াকক্ষ, গ্যালারী, প্লাজা এবং সেমিনারকক্ষ সমূহ বরাদ্দ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকা প্রণীত হলো।

১. এই নির্দেশিকা অনুযায়ী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে জাতীয় নাট্যশালার মূল থিয়েটার হল, এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হল, স্টুডিও থিয়েটার হল, সেমিনারকক্ষ, মহড়াকক্ষ, জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তন, গ্যালারি, প্লাজা এবং জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্রের মিলনায়তন, মহড়াকক্ষসমূহ বরাদ্দপ্রাপ্ত সংগঠন/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি পূর্ণ অনুসরণে বাধ্য থাকবেন।

২. জাতীয় নাট্যশালার তিনটি মিলনায়তনে এবং জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্রের মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠান/প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পী ও কলাকুশলীরা স্ব-স্ব দায়িত্বে প্রসাধনকক্ষ/মেকাপরুমে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে অবস্থান করবেন।

৩. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনসমূহ ব্যবহারকারী সংগঠন/প্রতিষ্ঠান মিলনায়তন ব্যবস্থাপনা, টিকিট/প্রবেশপত্র ব্যবস্থাপনা যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি বা সরকারী নির্দেশনা অনুসরণ করে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সম্পন্ন করবেন।

৪. একাডেমির মিলনায়তনসমূহে অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে অতিথি এবং দর্শকের প্রবেশ-প্রস্থানের জন্য একাডেমির ১নং ও ২নং গেটের পকেট অংশ খোলা রাখা হবে। প্রত্যেক দর্শক/অতিথি টিকেট বা প্রবেশপত্র প্রদর্শন পূর্বক একাডেমি চত্বরে প্রবেশ করবেন। আবশ্যিকভাবে টিকেট বা প্রবেশপত্র প্রদর্শন ব্যতিত কোন ব্যক্তি মিলনায়তনে প্রবেশ করতে পারবেন না।

৫. প্রতিদিন সন্ধ্যার পালায় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৫.৩০টায় এবং সকালের পালায় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠান আরম্ভের ১ ঘন্টা পূর্বে দর্শক ও অতিথিদের জন্য গেট খোলা হবে। অনুষ্ঠান আরম্ভের ৩০ মিনিট পর দর্শক বা অতিথিদের জন্য খোলা গেট বন্ধ করা হবে।

৬. জাতীয় চিত্রশালা এবং জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্রের মিলনায়তনে অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে বরাদ্দপ্রাপ্ত সংগঠন/প্রতিষ্ঠান তাদের অনুষ্ঠানে আগত অতিথি এবং দর্শকদের সনাক্তকরণে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মিলনায়তনে অবস্থান নিশ্চিত করতে ২নং গেট থেকে দর্শক/অতিথিদের জন্য বিশেষ প্রবেশপত্র আমন্ত্রণপত্র সরবরাহ ও মিলনায়তন ব্যবস্থাপনায় নিজস্ব ব্যবস্থাপনাকর্মী নিযুক্ত করবে।

৭. মিলনায়তনে প্রবেশের পূর্বে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক শিল্পী কলাকুশলী এবং দর্শকের শারীরিক তাপমাত্রা পরিমাণ করা হবে এবং হল ব্যবহারকারী সংগঠনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় শিল্পী-কলাকুশলী, দর্শক-অতিথিদের জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজার সরবরাহ করতে হবে।

৮. একাডেমির মিলনায়তনসমূহে বর্তমানে দর্শকের জন্য যে সংখ্যক আসন সংরক্ষিত আছে তার ৩০% আসনের জন্য হল ব্যবহারকারী সংগঠন টিকেট বিক্রি বা আমন্ত্রণপত্র বিতরণ করতে পারবেন। এপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আসন বিন্যাস পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে সংগঠন সমূহকে সরবরাহ করবে।

৯. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বিদ্যমান নিয়মে মিলনায়তন, মহড়াকক্ষ, সেমিনারকক্ষ, গ্যালারি, প্লাজা বরাদ্দ প্রদান করবে। তবে উক্ত স্থাপনাসমূহ বরাদ্দ পেতে আগ্রহী সংগঠনসমূহ অনলাইনে আবেদন করবেন (www.shilpakala.gov.bd)। প্রাথমিক বরাদ্দ প্রাপ্তির পর ভাড়ার অর্থ সোনালী ব্যাংক এ জমা দিয়ে জমার রশিদ স্ক্যান করে বরাদ্দ প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা শাখাকে ই-মেলে প্রেরণ করবেন। তবে স্থাপনা ব্যবহারের দিন মূল কপি সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা শাখাতে জমা দিতে হবে।

৯.১. জাতীয় নাট্যশালার মিলনায়তন বরাদ্দ পাবার ক্ষেত্রে নতুন প্রযোজনা মঞ্চায়নে যেকোন সংগঠন ২দিনের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৯.২. মহড়াকক্ষ বরাদ্দ পাবার ক্ষেত্রে নতুন প্রযোজনার মহড়া আয়োজনে যেকোন সংগঠন ৭ দিন এবং পুরোনো প্রযোজনার মহড়া আয়োজনে ২দিনের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৯.৩. কর্মশালা আয়োজনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫দিন বরাদ্দ পেতে আবেদন করা যাবে।

৯.৪. জাতীয় নাট্যশালা এবং জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্রের মহড়াকক্ষে কোনভাবেই বানিজ্যিকভাবে কোন স্কুল বা কোর্সের ক্লাস পরিচালনার জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হবে না।

৯.৫. জাতীয় নাট্যশালার মহড়াকক্ষ বরাদ্দ পাবার ক্ষেত্রে সংগঠনসমূহ পরবর্তী মাসের বরাদ্দ পেতে চলতি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আবেদন করবে। বিভাগীয় সমন্বয় সভায় মহড়াকক্ষের বরাদ্দ চুড়ান্ত করে ৩০ তারিখের মধ্যে তালিকা টাঙ্গানো হবে এবং অনলাইনে জানানো হবে।

৯.৬. মহড়া কক্ষে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে শিল্পী-কলাকুশলীরা মহড়া পরিচালনা করবে।

১০. জাতীয় নাট্যশালার পশ্চিমপাশের প্রবেশ মুখ বিকাল ৫.৩০টার পর বিশেষভাবে বন্ধ থাকবে যেন আয়োজন সংশ্লিষ্ট নয় এমন কোন ব্যক্তি, গাড়ী বা মটর সাইকেল নাট্যশালা চত্বরে প্রবেশ করতে না পারে। এছাড়া জাতীয় নাট্যশালার পার্কিং স্থানে শুধুমাত্র অনুষ্ঠান/প্রদর্শনী আয়োজন সংশ্লিষ্ট শিল্পী-কলাকুশলীর গাড়ী বা মোটরসাইকেল ব্যতিত কোন প্রকার গাড়ী, মোটরসাইকেল প্রবেশ বা অবস্থান করতে পারবে না।

১১. অনুষ্ঠান/প্রদর্শনীর প্রস্তুতিকালে বরাদ্দপ্রাপ্ত সংগঠনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক শিল্পী-কলাকুশলী এবং কারিগরী জনবলকে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করতে হবে। প্রদর্শনীতে আগত দর্শককূলের মাস্ক পরিধানের বিষয়টিও আয়োজনকারী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মূল গেট থেকেই নিশ্চিত করতে হবে।

১২. ক্রান্তিকালীন এই সময়ে অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে মিলনায়তন, গ্যালারি এবং সেমিনারকক্ষ ব্যবহারকারী সংগঠনসমূহকেই অসুস্থ ব্যক্তি ও শিশুদেরকে অনুষ্ঠান/প্রদর্শনীতে দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকা থেকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনে প্রবেশপত্র বা আমন্ত্রণপত্রে এবিষয়ে বিশেষ অনুরোধ মূদ্রিত করতে হবে।

১৩. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তন, গ্যালারি, সেমিনারকক্ষ, প্লাজাতে অনুষ্ঠান/প্রদর্শনী আয়োজনের প্রেক্ষিতে যদি কোন ব্যক্তি কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হন তাহলে তার দায়-দায়িত্ব আয়োজনকারী সংগঠন/প্রতিষ্ঠান বহন করবে।

১৪. জাতীয় নাট্যশালা এবং জাতীয় চিত্রশালার লিফটসমূহে সর্বোচ্চ ৪জন ব্যক্তি উঠানামা করতে পারবে।

১৫. জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে সবোর্চ্চ ৩০জন অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে সেমিনার বা সভা আয়োজন করা যাবে। তবে আয়োজনকারী সংগঠনকে স্বাস্থ্যবিধির সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১৬. মিলনায়তন, গ্যালারী, মহড়া কক্ষ ও সেমিনার কক্ষ বরাদ্দপ্রাপ্ত সংগঠন/প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রদর্শনী/অনুষ্ঠান বা মহড়ায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের তালিকা আবশ্যিকভাবে আয়োজনের ৩দিন পূর্বে বরাদ্দ প্রদানকারী বিভাগ বা শাখাকে সরাসরি কিংবা ইমেলে প্রদান করবেন। তালিকার নমুনাপত্র সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা শাখা থেকে সংগ্রহ করতে হবে। তালিকা সরবরাহে ব্যর্থ হলে এবং একাডেমি চত্বরে প্রবেশে জটিলতা সৃষ্টি একাডেমি কোন দায় বহন করবে না।

১৭. স্থাপনাসমূহ বরাদ্দ প্রদানকারী বিভাগ বা শাখা কর্তৃক মিলনায়তন, মহড়াকক্ষ এবং সেমিনারকক্ষ বরাদ্দপ্রাপ্ত সংগঠনসমূহের সদস্য/ অংশগ্রহণকারীদের তালিকা প্রতিদিন একাডেমির প্রশাসনে প্রেরণ করতে হবে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরাপত্তাকর্মীরা **অনুষ্ঠান এবং মহড়ার জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের দলিয়** পরিচয়পত্র পর্যবেক্ষণ পূর্বক এবং সেমিনার কক্ষে আগত ব্যক্তিবর্গের আমন্ত্রণপত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে একাডেমি চত্বরে প্রবেশের সুযোগ প্রদান করবে।

১৮. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি শিল্পী-কলাকুশলী এবং দর্শকদের প্রবেশ মুখে থার্মাল স্ক্যানার সরবরাহ এবং জাতীয় নাট্যশালার ১নং গেটের পাশে হাত ধোয়ার জন্য আলাদা বেসিনের স্থাপনের ব্যবস্থা করবে।

১৯. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির স্থাপনাসমূহের পরিচ্ছন্নতা এবং নান্দনিকতা বজায় রাখতে মিলনায়াতন ও গ্যালারি বরাদ্দপ্রাপ্ত সমূহকে বিদ্যমান নিম্নোক্ত নির্দেশনাবলী বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১৯.১. নাট্যদল/সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ হলে অনুষ্ঠান/নাটক মঞ্চায়নের ১দিন পূর্বে ব্যানার, পোষ্টার ও ফেষ্টুন ঝোলানোর সুযোগ পাবে।

১৯.২. একটি দল একটি ৬ - ৮ সাইজের ব্যানার ও ২টি পোষ্টার/২টি ৩ - ৫ সাইজের ফেষ্টুন ঝোলাতে পারবে।

১৯.৩. অনুষ্ঠান নাটক মঞ্চায়ন শেষে রাত ১০.০০টার মধ্যে তা অপসারণ করতে হবে।

১৯.৪. অগ্রীম ঝোলানো ব্যানার, পোষ্টার ও ফেষ্টুন ব্যানার অবাঞ্ছিত হিসেবে গণ্য করে তা অপসারণ করা হবে।

১৯.৫. সকল ভবন সমূহের দেয়ালে অথবা গ্লাসে কোন প্রকার পোষ্টার লাগানো যাবে না।

১৯.৬. শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত অনুষ্ঠান ব্যতিত অন্য কোন অনুষ্ঠানের ব্যানার, পোষ্টার ও ফেষ্টুন স্থাপন যাবে না।

২০. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তন, গ্যালারী, মহড়াকক্ষ এবং সেমিনার কক্ষ ব্যবহারকারী সংগঠনসমূহ যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ব্যবহার করছেন কিনা তা মনিটরিং করার জন্য একাডেমি একটি অভ্যন্তরীণ বিশেষ মনিটরিং কমিটি গঠন করবে।

২১. এই নির্দেশনাবলীর মধ্যে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ও জনহীতকর নির্দেশনা যা সংযুক্ত হয়নি এবং ভবিষতে সরকারী ভাবে কোন নির্দেশনা জারী হলে সেই নির্দেশনা বা বিধি বিধান প্রতিপালন করতে হবে।

২২. এই নির্দেশনা কোভিড-১৯ মহামারীকালে সীমিত পরিসরে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য কার্যকরী থাকবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পূর্বের নিয়ম কার্যকর হবে।

(মো: নওসাদ হোসেন)
সচিব
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি